131777 - অমুসলমিরে প্রতি একজন মুসলমিরে কর্তব্য

প্রশ্ন

অমুসলমিরে প্রতি একজন মুসলমিরে কর্তব্য কী? চাই সে অমুসলমি মুসলমি দশেে যম্মি হসিবেে বসবাসকারী হোক কংিবা সে নজি দশেে বসবাসকারী হোক এবং ঐ মুসলমি তার দশেে বসবাসকারী হোক? কর্তব্য বলতে আমি বোঝাতে চাইছি সব ধরনরে মুআমালাত (আচারআচরণ); সটেি সালাম প্রদান থকেে শুরু করে অমুসলমিরে সাথে তার উৎসব উদযাপনে অংশগ্রহণ করা পর্যন্ত। অমুসলমি ব্যক্তকিে কি কর্মক্ষত্রেে বন্ধু বানানো যাব? আমাদরেকে জানাবনে, আল্লাহ আপনাদরেকে উত্তম প্রতদিান দান করুন।

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

“অমুসলমিরে প্রতি একজন মুসলমিরে বশে কছিু কর্তব্য রয়ছেে। যথা:

এক: তাকে আল্লাহর দকিে দাওয়াত দওেয়া, তথা আল্লাহর দকিে ডাকা এবং সুযোগ হলইে তার কাছে ইসলামরে স্বরূপ তুলে ধরা; যদি তার কাছে ইসলামী জ্ঞান থাকে। কারণ এটি হচ্ছে তার স্বদশেীর প্রতি কৃত সবচয়েে বড় অনুগ্রহ এবং তার সমাজে বসবাসকারী অন্য ইহুদি-খ্রষ্টিান ও মুশরকিদরে প্রতি কৃত সবচয়েে বড় সদাচরণ। এর সপক্ষে দলীল হচ্ছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামরে বাণী: “যে লোক কোন সৎ কাজরে পথ দখোয়, তার জন্য উক্ত কাজ সম্পাদনকারীর সমপরমিাণ সওয়াব রয়ছেে।” এছাড়া নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলী রাদয়িাল্লাহু আনহুকে যখন খাইবারে প্ররেণ করছলিনে এবং ইহুদদিরেকে ইসলামরে দকিে আহ্বান করার নর্িদশে দচ্িছলিনে তখন তনিি তাকে বলছেলিনে: “আল্লাহর কসম! আল্লাহ তোমার মাধ্যমে একজন ব্যক্তকিে হদোয়াত দওেয়া তোমার জন্য লাল উট থকেে উত্তম।” তনিি আরো বলনে: “যে ব্যক্তি সৎপথরে দকিে ডাকবে সে তার অনুসারীর সমান সওয়াব পাব, অথচ অনুসরণকারীর সওয়াব কমানো হবে না।

সুতরাং আল্লাহর দকিে দাওয়াত প্রদান করা, ইসলামরে বাণী পৌঁছে দওেয়া এবং ইসলামরে ব্যাপারে উপদশে দওেয়া সর্বাধকি গুরুত্বপূর্ণ কাজ এবং নকৈট্য লাভরে সর্বোত্তম উপায়।

দুই: তার প্রতি যুলুম করবে না। না তার জানরে ক্ষত্রেে, না তার সম্পদরে ক্ষত্রেে, আর না তার ইজ্জতরে ক্ষত্রেে। যদি সে যম্মি হয় কংিবা নরিাপত্তাপ্রার্থী কংিবা চুক্তবিদ্ধ ব্যক্তি হয়, তাহলে তার প্রাপ্য অধকিার তাকে প্রদান করবে। তার সম্পদ চুরি করা, খয়োনত করা ও জালয়িাতি করার মাধ্যমে তার প্রতি জুলুম করা যাবে না। তার শরীরে আঘাত করা কংিবা

তাকে হত্যা করার মাধ্যমে তার প্রতি জুলুম করবে না। কারণ সে চুক্তিবদ্ধ, যিম্মী কিংবা নিরাপত্তাপ্রার্থী হওয়ার কারণে তাকে সুরক্ষা প্রদান করা হবে।

তিন: তাদের সাথে কোনোরূপ করা এবং ভাড়া প্রদানের লেনদেন করতে কোনো আপত্তি নেই। কারণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মূর্তিপূজক কাফেরদের থেকে কিনেছেন এমনটি বিশুদ্ধভাবে প্রমাণিত। তিনি ইহুদির কাছ থেকেও কিনেছেন। এটা লেনদেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মারা যান তখন তার বর্ম একজন ইহুদির কাছে পরিবারের খাদ্যের বিনিময়ে বন্ধক হিসেবে রেখেছিলেন।

চার: অমুসলিমকে সে আগে সালাম দিবে না। কিন্তু সে সালাম দিলে উত্তর দিবে। কারণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: "তোমরা ইহুদি-খ্রিষ্টানদেরকে আগ বাড়িয়ে সালাম দিবে না।" এছাড়াও তিনি বলেন: "যখন আহলে-কিতাবরা (ইহুদি-খ্রিষ্টানরা) তোমাদেরকে সালাম দিবে তখন তোমরা বলবে: ওয়া-আলাইকুম।" সুতরাং একজন মুসলিম কাফেরকে শুরুতে সালাম দিবে না। কিন্তু যদি ইহুদি বা খ্রিষ্টান বা অন্য কেউ আপনাকে সালাম দেয় তাহলে আপনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মত করে বলবেন: 'ওয়া আলাইকুম'।

এই হচ্ছে মুসলিম ও কাফেরের মধ্যকার অধিকারের বিবরণ।

এমন আরও কিছু অধিকার হচ্ছে: উত্তম প্রতিবেশিত্ব। যদি সে আপনার প্রতিবেশী হয়ে থাকে, তাহলে আপনি তার সাথে সদাচরণ করবেন। প্রতিবেশি হিসেবে তাকে কষ্ট দিবেন না। সে দরিদ্র হলে তাকে দান করবেন, উপহার দিবেন। তার উপকার হয় এমন কিছুতে তাকে উপদেশ দিবেন। কারণ এটি তাকে ইসলামের প্রতি আগ্রহী করে তুলবে এবং ইসলামে প্রবেশ করাবে।

আর যেহেতু প্রতিবেশীর অধিকার রয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "জিবরীল আমাকে প্রতিবেশীর ব্যাপারে এত বেশি উপদেশ দিতেন যে আমার মনে হয় যে, তিনি প্রতিবেশীকে ওয়ারিশ বানিয়ে দিবেন।"[হাদীসটির বিশুদ্ধতার ব্যাপারে বুখারী ও মুসলিম একমত] প্রতিবেশী যদি কাফের হয় তাহলে তার প্রতিবেশিত্বের হক থাকবে। আর যদি নিকটাত্মীয় ও কাফের হয় তাহলে তার দুটি হক থাকবে: প্রতিবেশিত্বের হক ও আত্মীয়তার হক।

প্রতিবেশীর অন্যতম অধিকার হলো সে যদি দরিদ্র হয় তাহলে তার প্রতি দান-সদকা করা। কারণ আল্লাহ তাআলা বলেন:

لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنْ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

"যারা দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি এবং তোমাদেরকে তোমাদের ঘরবাড়ি থেকে বের করে দেয়নি, তাদের সাথে সদাচার করতে ও তাদের প্রতি ন্যায়-বিচার করতে আল্লাহ তোমাদেরকে নিষেধ করেন না। আল্লাহ তো ন্যায়বিচারকারীদের ভালোবাসেন।"[সূরা মুমতাহানাহ: ৮]

সহহি হাদীসে বর্ণতি রয়ছে: আসমা বনিতে আবু বকর রাদয়িাল্লাহু আনহুমা বর্ণনা করনে: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামরে সাথে মক্কাবাসীর যখন সন্ধি চলমান, তখন তার মা সাহায্যপ্রার্থী হয়ে তার কাছে আসনে। আসমা তখন তার সাথে সম্পর্ক রক্ষা করার ব্যাপারে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামরে কাছে অনুমতি প্রার্থনা করনে। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলনে: "তুমি তার সাথে সুসম্পর্ক রক্ষা করো।"

তবে তাদরে উৎসবে কোনো মুসলমি অংশগ্রহণ করে উৎসব পালন করতে পারবে না। কন্তিু তাদরে মাঝে কোনো ব্যক্তি মারা গলেে তাকে সান্ত্বনা প্রদান করতে সমস্যা নইে। সান্ত্বনা হসিবেে তাদরেকে বলবে: 'আল্লাহ আপনাদরে বপিদ কাটয়িে ওঠার তৌফকি দান করুন। আপনাকে উত্তম বদলা দান করুন।' অথবা এ ধরনরে কোনো ভালো কথাবার্তা বলবে। মৃত ব্যক্তি কাফরে হলে 'আল্লাহ তাকে ক্ষমা করুন' অথবা 'আল্লাহ তার প্রতি রহম করুন' এমনটি বলবে না। মৃত ব্যক্তি কাফরে হলে তার জন্য দোয়া করবে না। কন্তিু জীবতি ব্যক্তরি জন্য হদোয়াত এবং উত্তম বদলা প্রভৃতরি দোয়া করবে।"[সমাপ্ত]

শাইখ আব্দুল আযীয ইবনে বায রাহমিাহুল্লাহ।

[ফাতাওয়া নূরুন আলাদ্দারব: (১/২৮৯-২৯১)]